হাবিজাবি

হোসেন তৌহিদ জুয়েল

"স্বামীরা তো এমনই হয়" - এ কথাটি বিটিভির একটি বিজ্ঞাপনে আমরা একাধিকবার শুনেছি। আর স্বামীরা কিছুটা খামখেয়ালী হলেও তারা যে কতটা ভালো হতে পারে, তার একটি উৎকৃষ্ট নমুনাও আমরা সেই বিজ্ঞাপনটিতে দেখেছি। কিন্তু স্ত্রীরা? স্ত্রীরা কেমন হয় সেটা কি আপনাদের কারো জানা আছে? স্ত্রীরা কেমন হয় সেটা অবশ্য আমার নিজেরও এখন পর্যন্ত জানা হয়নি, কারণ ....। তবে স্ত্রীরা কেমন হয় সেটা আমার এখন পর্যন্ত অজানা থাকলেও মেয়েরা যে কেমন হয় সেটা ইতিমধ্যেই আমার বেশ ভালোভাবেই টের পাওয়া হয়ে গেছে। চলুন মেয়েরা কেমন হয় তার একটি নমুনা দেখা যাক।

বছর তিনেক আগের ঘটনা। তখন আমি আমাদের প্রতিবেশী স্নিগ্ধা নামের এক মেয়ের সাথে প্রেম করতাম। প্রেম বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনি মেয়েটার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে। আমি তো কথাটি শুনে পুরোপুরি থ হয়ে গেলাম। স্নিগ্ধা এতদিন আমার সাথে প্রেম করল। অথচ এখন বিয়ে হয়ে গেল আরেকজনের সাথে? আর ব্যাপারটি আমি জানলামই না? স্ট্রেইঞ্জ! ভেরী ভেরী স্ট্রেইঞ্জ!! নিশ্চয় স্নিগ্ধার বাবা মা জোর করে স্নিগ্ধার অমতেই ওকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। প্রচন্ড দুঃখে আমার হৃদয়টা যেন খন্ডিত হয়ে গেল।

প্রেমে ব্যর্থ হলে (অর্থাৎ ছেকা খেলে) ছেলেরা সাধারণত যা করে আমিও তা করা শুরু করে দিলাম। অর্থাৎ গালের দু'পাশে খোঁচা খোঁচা দাড়ি রাখতে শুরু করলাম আর সেই সাথে বিরহের বেদনা ভাষায় প্রকাশ করে সে বেদনা কাটিয়ে তোলার জন্য কবিতা লেখা শুরু করলাম। কিন্তু গালের দু'পাশে দাড়ি গজানো শুরু হলেও মাথার মধ্যে কবিতা যেন কিছুতেই গজাচ্ছে না। কি যে করি? বুকের মধ্যে একরাশ যন্ত্রনা। মনে হচ্ছে কবিতা দিয়েই কেবল সে যন্ত্রণার কথা ফুটানো সম্ভব, কবিতা দিয়েই বিরহের বেদনা প্রশমিত করা সম্ভব। আর এখন কিনা মাথার মধ্যে একটা কবিতাও আসছে না? এটা একটা কথা হলো নাকি!

আমার অবস্থা দেখে আমার বিশিষ্ট ডাইলখোর বন্ধু তাহের আমার প্রতি করুণা করে বলল, ' দোস্ ডাইল খা ডাইল খাইলে দেখবি শেক্সপিয়ারের মত কবিতা লেখতে শুরু করবি, সম্পাদকরা সব তোর বাড়িতে লাইন দিব..'

' কিন্তু দোস্ শেক্সপিয়ার কবিতা লেখত তুই শিওর? '

এই ট্রাজিক মুহূর্তেও আমি প্রশ্ন না করে পারি না।

' কি কস তুই? হেতো হুনছি ডাইলের উপরেই আছিল আর ওত কি সব কবিতা লেখছে...ফাটাফাটি...

তাহেরের কথা শুনে আমি পুরোপুরি বিমোহিত হয়ে পড়লাম। মনে মনে বললাম, বাহ! তাহের তো চমৎকার কথা বলেছে! আমি আর দেরি না করে একদিন সন্ধ্যায় তাহেরের সাথে গিয়ে তার ডাইল নামক বস্তুটি খেলাম। কিন্তু ডাইল খাবার পরেও আমার মাথার মধ্যে কবিতা-তবিটা কিছুই এলো না। বরং ডাইলের খাবার সাইড এফেক্ট হিসাবে বাসার মধ্যে একটা কান্ড ঘটিয়ে ফেললাম।

ডাইল খাওয়া শেষে বাসায় ফিরে টলতে টলতে ড্রইংরুমে গিয়ে আমার বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব শাহরিয়ার মাহমুদের পাশে গিয়ে বসলাম। তারপর তার দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে বললাম, 'কিহে শাহরিয়ার, কেয়া খবর? শুনলাম তুমি নাকি কোন মেয়ের কাছে ছেকা খাইছ? ছেকা খাইয়া নাকি কবিতা লিখার চেষ্টা করতাছ? তা এই বুড়া বয়সে কি মনে কইরা প্রেম করতে গেলা?

ছেলের মুখে এ ধরণের কথা শুনে যে কোন বাবারই জ্ঞান হারাবার কথা। তবে আমার বাবা জ্ঞান হারালেন না। বরং আমার কানে ধরে এমন মোচড় দিলেন যে আরেকটু হলেই আমি নিজেই জ্ঞান হারাতাম। কানের মধ্যে শক্ত হাতের মোচড় খাবার পর আমার মধ্যে থেকে ডাইল খেয়ে যেসকল সাইড রিয়েকশনগুলো দেখা গিয়েছিল সেগুলোর সব বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মাথার মধ্যে কবিতা কিছুতেই এলো না। কি যে করি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ঠিক করলাম, পরদিন দোকানে গিয়ে একটি কবিতার বই কিনব আর সেটি নকল করে কবিতা লিখব। যেমন করেই হোক, আমাকে কবিতা লিখতেই হবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। পরদিন বিকালে নিউমার্কেটে গেলাম কবিতার বই কিনতে। দোকানে ঢুকতেই আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। দোকানের ভেতরে স্নিগ্ধা একটি বই হাতে নিয়ে দেখছিল। আমি ভেবেছিলাম আমাকে দেখামাত্রই স্নিগ্ধা চোখের জল ফেলে হু হু করে কাঁদতে শুরু করবে, ঠিক যেমন সিনেমার নায়িকারা কাঁদে। তখন আমাকে হয়তবা ওর সামনে গিয়ে নিজের সব কষ্ট গোপন করে বলতে হবে, 'ছি স্নিগ্ধা, এভাবে কাঁদে না। তোমার বাবা মা তোমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে এটা তো আর তোমার দোষ না।' স্নিগ্ধা তখন হয়তবা কাঁদতে কাঁদতে বলবে, 'না না না, সব দোষ আমার।' তারপর হয়তবা সে মাথা নীচু করবে বা কিংবা আমার কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু স্নিগ্ধা সেরকম কিছুই করল না। বরং আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'আরে আনিস না? কি খবর তোমার কেমন আছ'। তারপর একমুহূর্তের জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'ওমা আনিস, তুমি এখনো দাড়ি কাটনি? শুনেছিলাম আমার বিয়ে হয়ে যাবার পর পরই নাকি তুমি দাড়ি রাখা শুরু করেছিলে। তা এরই মধ্যে তো অনেকদিন পার হয়ে গেল, অথচ এখনও তোমার বিরহ বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি?'
আমি তো স্নিগ্ধার কথা শুনে স্তম্ভিত। মেয়েটা বলে কি? কিন্তু স্নিগ্ধার কথা তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। এবার কিছুটা মলিন স্বরে বলল, 'বুঝলে আনিস, বিয়েতে তোমাকে কার্ড পাঠাতে পারেনি বলে আমি খুবই দুঃখিত। তবে ভেব না আমাদের ফার্স্ট ম্যারেজ এ্যানিভার্সারিতে তোমাকে অবশ্যই কার্ড পাঠাবো... তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে। আর হ্যা হুট করে আবার প্রেমে পড়ে যেও না এবার দেখে শুনে প্রেমে পরো...তাহলে চলি বাই...'

আমি অধিক শোকে পাথরতো পাথর গ্রানাইট হয়ে দাড়িয়ে থাকলাম! আর ঠিক তখনই আমার কানের পাশে কে যেন ফিস ফিস করলো...' মেয়েরাতো এমনই হয় ' ফিরে দেখি আমার সেই ডাইলখোর বন্ধু! কখনযে পিছে এসে দাড়িয়েছে টেরই পাই নি!

কিরে তুই কোন রচনা লিখছিস?
কেন আমার প্রিয় ঋতু বর্ষাকাল
ধ্যাৎ পরীক্ষা দিয়ে যে শান্তিতে বাসায় ফিরব তার উপায় নেই আবার সেই প্যাঁচপ্যাঁচে বৃষ্টি শুরু হয়েছে
কার্টুন সালাদ ঃ
আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল!
বর্ষা...
আহসান হাবীব
আল্লাহ মেঘ দে পানি দে...
খবরদার এই সিজনে এই গান আর শুনতে চাই না

বাড়ীওলা ভাই ঐ দেখুন ছাদ দিয়ে আবার পানি পড়ছে
তবে যে বলেন পানির অসুবিধা? ঐ মাসে পানির বিল একশ টাকা বেশি দিয়েন
দেখেছিস ওদের ছাতায় রং ওঠে আমাদেরটায় ওঠে না
হিঃ হিঃ হিঃ...
এহ হে আমার সাদা পাঞ্জাবীটা গেল
হুররে বৃষ্টির জন্য আজ স্কুলে যেতে হবে না
হুররে আমিও আজ অফিসে যাব না
হুররে বৃষ্টির জন্য আজ বাজার-ঘাট বন্ধ আমাকে রান্না করতে হবে না
এ্যাঁ
এ্যাঁ

আরও হাফ ডজন ফ্ল্যাট

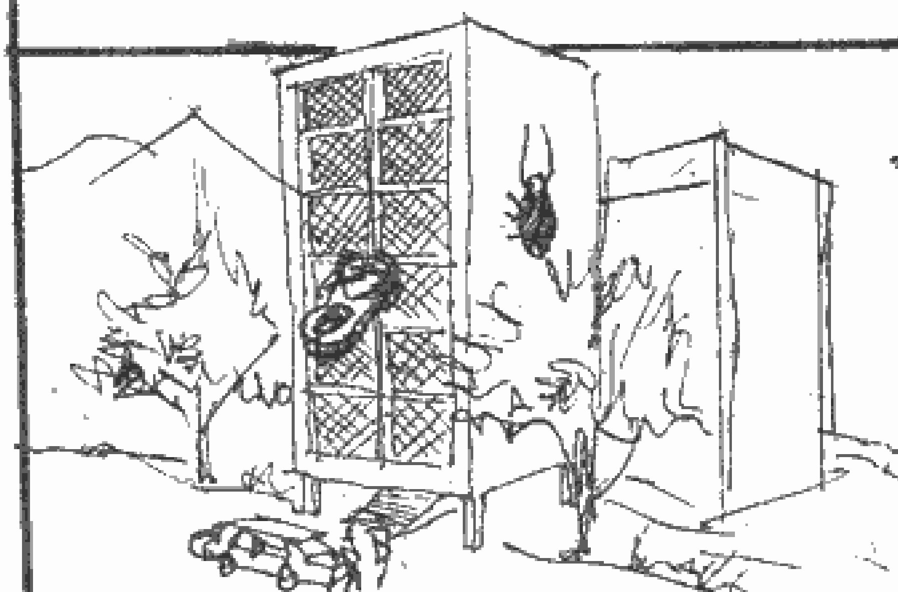

মিটসেফ ফ্ল্যাটঃ

গৃহিনীরা বাজার খরচ বাচিয়ে বছরের পর বছরধরে টাকা জমিয়ে আচমকা একদিন ফ্ল্যাট কিনে কঞ্জুস স্বামীর পিলে চমকে দেয়। বলাই বাহুল্য তার গুপ্ত ব্যাংক রান্নাঘরের মিটসেফে থাকে বলে পরবর্তিতে তার ফ্ল্যাটের ডিজাইন অনেকটা ঐ মিটসেফের মতই হয়ে থাকে।

বই ফ্ল্যাটঃ

পুস্তক ব্যবসায়ী , লেখক , লাইব্রেরীয়ান এরা এ ধরনের ফ্ল্যাটে থাকতে পারেন প্রতি বইয়ে একটা করে ফ্ল্যাট। আবার প্রতি ফ্ল্যাটেও একটা করে বই যেহেতু ময়রা মিস্টি খায় না

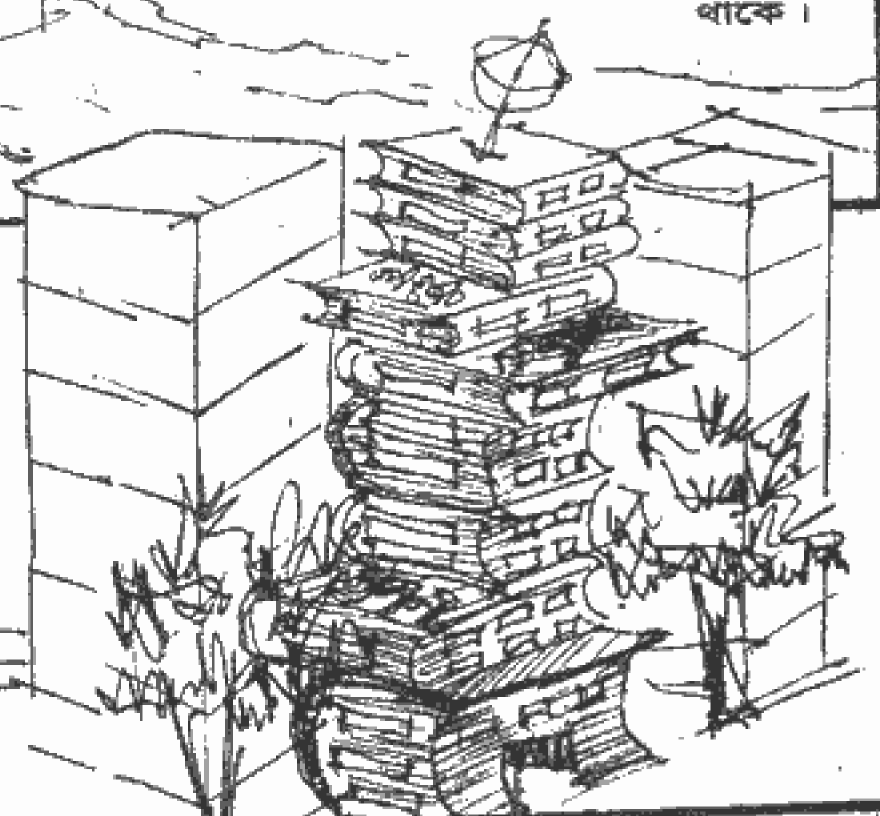

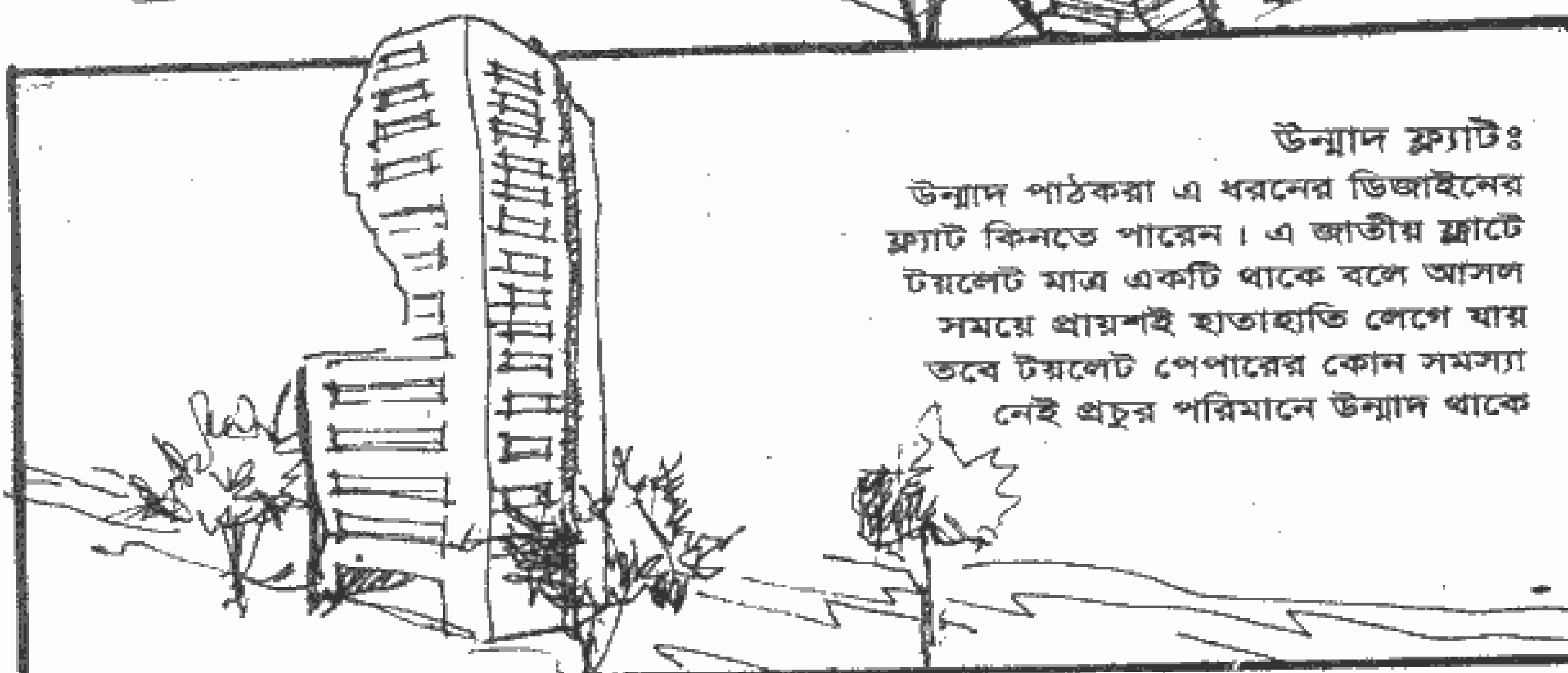

উন্মাদ ফ্ল্যাটঃ

উন্মাদ পাঠকরা এ ধরনের ডিজাইনের ফ্ল্যাট কিনতে পারেন। এ জাতীয় ফ্লাটে টয়লেট মাত্র একটি থাকে বলে আসল সময়ে প্রায়শই হাতাহাতি লেগে যায় তবে টয়লেট পেপারের কোন সমস্যা নেই প্রচুর পরিমানে উন্মাদ থাকে

আরও হাফ ডজন ফ্ল্যাট

শিল্পী ঃ সৈয়দ সাইদ

জুয়েল নৌকাবাইচ ফ্ল্যাটঃ
ম্যাজিশিয়ানরা সাধারনত এধরনের ফ্ল্যাটের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। শূণ্যে ভাসমান এই ফ্ল্যাটে অনেক সুবিধা। ভক্তদের উৎপাত থেকে বাচঁতে এই ফ্ল্যাটের জুরি নেই। ইচ্ছেমত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যায়।

তালেবান ফ্ল্যাটঃ
এই ফ্ল্যাট আগাগোড়াই কাপড়ে ঢাকা থাকে ফলে আলাদা করে জানালায় পর্দার প্রয়োজন হয়না। তবে মাসে একবার ঐ জায়েন্ট বোরখা ধুতে ফ্ল্যাটবাসির খবর হয়ে যায়।

মেদভুড়ি কি করি ফ্ল্যাটঃ
'মেদভুড়ি কি করি ' শ্রেনীর লোক জন যাদের দেখলে রিক্সাওয়ালা, ওয়েট মেশিনওয়ালা পড়িমড়ি করে দৌড় লাগায়... তারা সাধারনত এই ধরনের ফ্ল্যাটের ডিজাইন পছন্দ করে থাকেন :

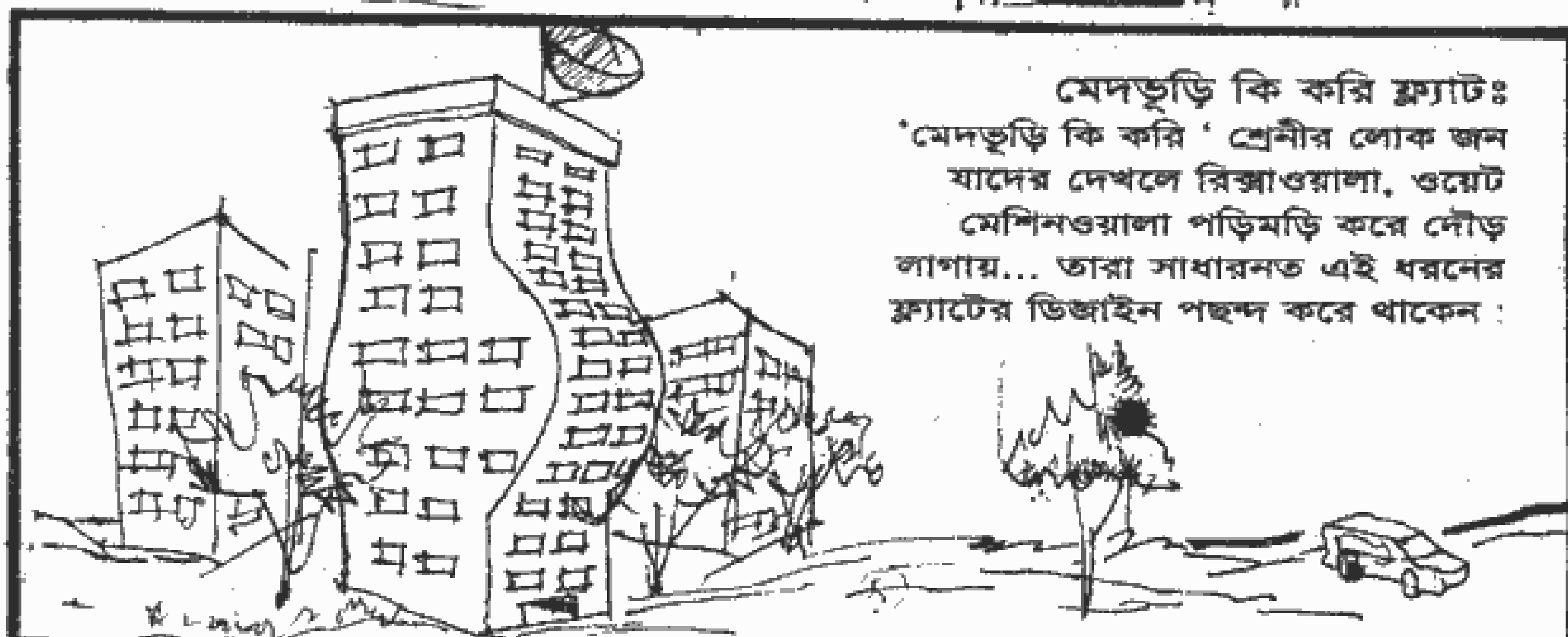

চায়নিজ, ফ্রান্স, ইটালী, আরব, বৃটিশ ও বাঙ্গালী এই ছয় জাতি কে নিয়ে এই ভিন্নধর্মী ফিচার এরা একজন হলে
কি করবে দুজন হলেই বা কি করবে তাই নিয়ে এই কমিক আন্তর্জাতিক ফিচলোমি...

ছয় জাতির কর্মকান্ড?

হাসান খুরশীদ রুমী

২২

	একজন	দুইজন	তিনজন	চারজন
চায়নিজঃ	১জন চায়নিজ লন্ড্রির ব্যাবসা করে	২জন চায়নিজ হলে রেস্টুরেন্ট দিয়ে বসে	৩ জন হলে আমেরিকার ভিসার জন্য লাইন দেয়	৪ জন হলে...জনসংখ্যা বিস্ফোরন ঘটায়
ফ্রান্সঃ	১ জন ফ্রেঞ্চ হলে রেস্টুরেন্টের বাবুর্চি হয়	২ জন ফ্রেঞ্চ হলে পলিটিক্যাল পার্টি খুলে বসে	৩ জন ফ্রেঞ্চ একসঙ্গে হলে বিয়ে করে	৪ জন ফ্রেঞ্চ হলে ফিল্ম ফ্যাস্টিভেলের আয়োজন করে

ইটালিঃ

	১জন ইটালিয়ান হলে পিৎজার দোকান দিয়ে বসে	২ জন ইটালিয়ান হলে সেলুন দেয়	৩ জন হলে সিনেটে কোন তদন্ত কমিটির দায়িত্ব নেয়	৪ জন হলে অপেরা খুলে বসে

আরবঃ

	১ জন আরব আমেরিকানের পাহারাদার	২ জন আরব এক জোট হলে সীমান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়	৩ জন আরব জাতি সংঘের জন্য সমস্যা হয়ে দাড়ায়	৪ জন আরব একত্র হলে 'ওমর শরীফ ফ্যান ক্লাব' খুলে বসে

বৃটিশঃ

	১ জন বৃটিশ সংসদের ম্যাজরিটি বাড়ায়	২ জন বৃটিশ একত্র হলে বিরক্তির কারন হয়ে দাড়ায়	৩ জন একত্র হলে কোন অনুসন্ধান কাজে লিপ্ত হয়	৪ জন একত্র হলে ব্যান্ড দল খুলে বসে

বাঙ্গালীঃ

	১ জন বাঙ্গালী [নাকি বাংলাদেশী ?] হলে কবিতা লেখে	২ জন বাঙ্গালী একত্র হলে ছিদ্রান্বেষনে লিপ্ত হয়	৩ জন হলে রাজনৈতিক দল খুলে বসে	৪ জন হলে উন্মাদ বের করে

ভালোবাসায় বিরামচিহ্ন

ওবায়দুল গনি চন্দন

ছড়াটুন

প্রশ্নবোধক ?

মাথার ভেতর প্রশ্ন ঘোরে
পাইনা কোনো জবাব,
গরীব ঘরে জন্ম আমার
হইনি কেনো নবাব?

মন যাকে চায় হাত বাড়ালেই
যায় না কেনো ছোঁয়া?
আমি বামন, তাই বলে কেন
স্বপ্ন যাবে খোয়া?

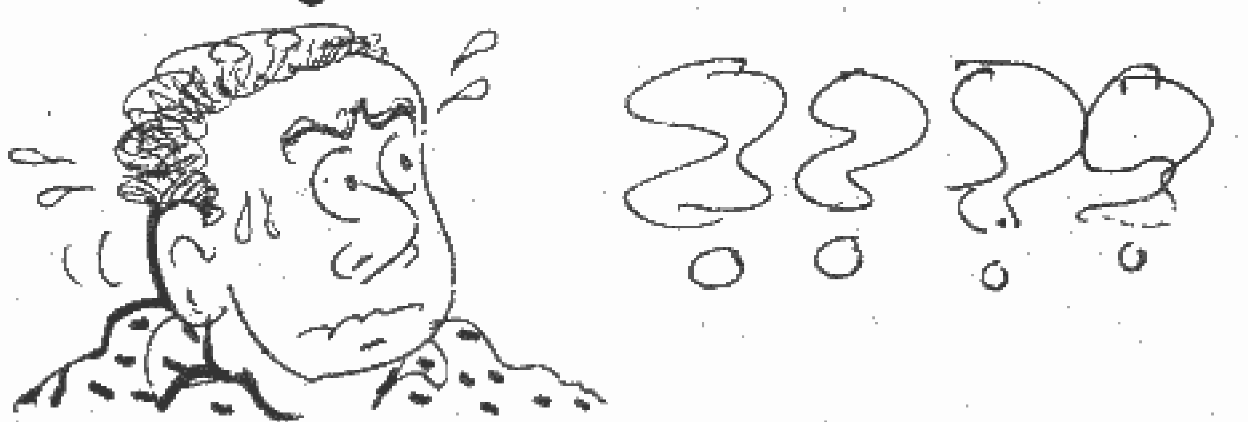

কমা,

ভালোবাসার পংক্তিমালা
বুকের ভেতর জমা,
বলতে গেলেই আমার কাছে
জোড় হাতে চাও ক্ষমা,

আমি যেনো রঙিন ঘুড়ি
শূণ্যে সময় কাটাই,
ইচ্ছে মতো গোত্তা খাওয়ায়
কারণ, তুমি নাটাই।

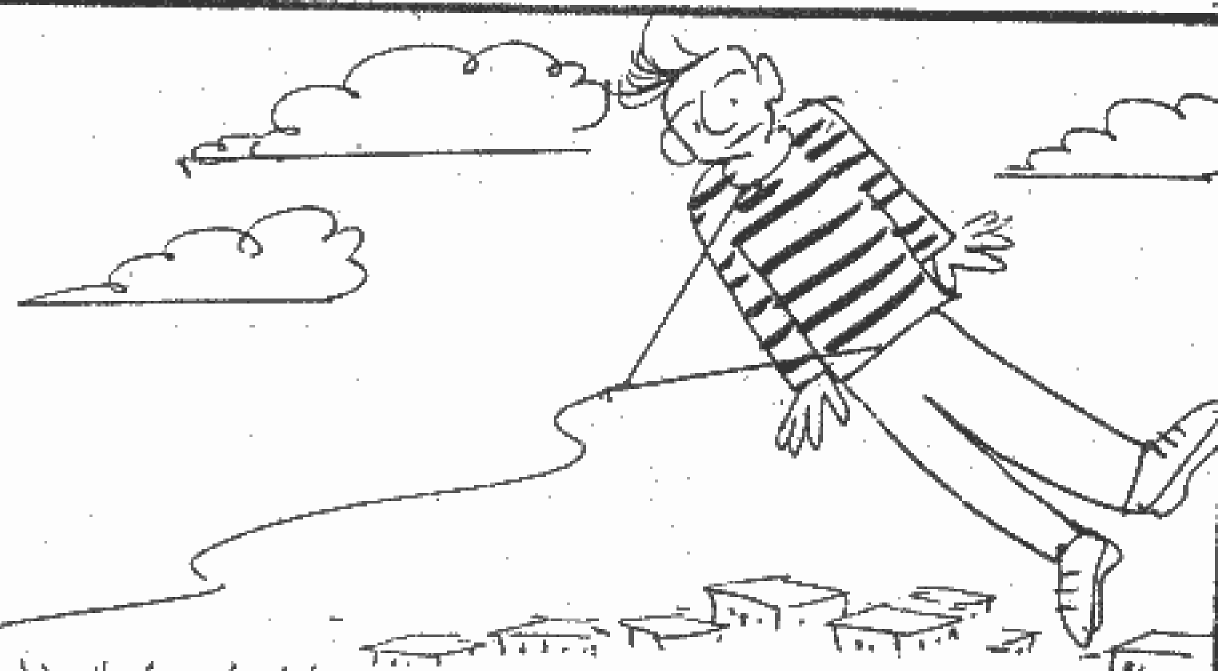

আশ্চর্যবোধক !

ইস! কি দারুণ রূপের ঝলক,
পড়ে না তাই চোখের পলক।
এই ব্যাপারে অমত কার?
সত্যি তুমি চমৎকার!

তোমার প্রেমে পড়েইতো হায়!
মনটাকে বশ মানানো দায়,
বাচবো না তাই তোমায় ছাড়া,
জীবন দিতে দু' পায় খাড়া!

হাইফেন-
মন-টন ভালো নেই
ডুবে আছি আঁধারে ,
শৈশবে দিন গেলো
ঘুরে বন- বাদাড়ে।
যৌবনে একি হলো
রাত-দিন যায় না,
তুমি ছাড়া বেঁচে থাকা
মোটে শোভা পায় না।
দাড়ি ।
তোমার জন্যে এই আমি আজ
বাড়ি ছাড়া।
কেউ বলেনা মিষ্টি কথা
ঝাড়ি ছাড়া।
বীণ বাজে না যদিও জানি
সাপ ছাড়া ।
ঠাঁই দিলে না তাইতো জীবন
খাপছাড়া।
সব চিহ্ন এক সাথে, !? ।
আমি বললাম কাছে আসো
তুমি বললে খবরদার!
তোমার কথা আমার কাছে
এখন লাগে জবর ধার ।
হিশেব-নিকেশ মিলিয়ে নিতে
মনটা তোমার চাচ্ছে, তাই-
চারিদিকে ছড়িয়ে দিলে
আমি নাকি যাচ্ছে তাই?

সিগ্রেট

আহসান কবির

প্রথম প্রেম আর প্রথম সিগ্রেট টানার অনুভূতি নাকি একই রকম। এক লোকের সর্দি আর কাশি হয়েছে। সিগ্রেট খেতে তার কষ্ট হচ্ছে। খেয়েও তৃপ্তি পাচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে কিছুদিন সেই ভদ্রলোক সিগারেট থেকে দূরে থাকলেন। অসুখ ভালো হয়ে যাবার পর সেই ভদ্রলোক আবার সিগ্রেট খেতে শুরু করলেন। সিগ্রেট বিহীন দিনগুলো সম্পর্কে সেই ভদ্রলোক তার ব্যক্তিগত ডায়রীতে লিখেছিলেন– 'প্রেমিকাহীন আর সিগ্রেট বিহীন দিনগুলোর অনুভূতি একই রকম! তবে প্রেমে ব্যর্থ হলে বা প্রেমিকাকে হারালে মানুষের কষ্ট হয়। বন্ধু বান্ধব যারা এখবর জানে তারা সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সিগ্রেট ছাড়ার খবর পেলে সবাই বাহবা দেয়। জানতে চায় কিভাবে ছাড়লেন? যারা সিগ্রেট খায় তাদের কাছে প্রেমিকাকে ত্যাগ করার চেয়ে সিগ্রেট ত্যাগ করা নাকি আরো বেশী বেদনাদায়ক, কষ্টের!'

তবে প্রেম আর সিগ্রেটের সম্পর্ক নিয়ে আড্ডায় ও গল্পে কঠিন একটা ঘটনা প্রচলিত আছে। এক জোড়া প্রেমিক যারা 'নিকোটিন মুক্ত' প্রেম করতো, তাদের কাছে প্রতিদিন পার্কে বাদাম বিক্রি করতে আসতো এক টোকাই বাদাম বিক্রেতা। তাদের প্রেম ভেঙ্গে যাবার পর সেই টোকাই বাদাম বিক্রেতা খুব কষ্ট পেয়েছিলো। তার দুজন কাষ্টমার কমে গেলো। তবে খুশী হয়েছিল পার্কের সিগ্রেট ও 'ডাইল' বিক্রেতা মামু। তারা ধরে নিয়েছিল দেবদাস বা এই ধরনের উপন্যাস কিংবা নাটক-সিনেমার ধারা অনুসারে সেই ব্যর্থ প্রেমিক একজন কঠিন সিগ্রেট খোর ও ডাইল সেবী হতে বাধ্য হবে। প্রেম, নারী ও সিগ্রেট বিষয়ে এক হিন্দি কবি বলেছিলেন, সিগ্রেট ছলনাময়ী নারীর চেয়ে অনেক ভালো। যদিও অন্তর পোড়ায়, তবু তাকে দু ঠোঁটের মাঝখানে নিবিড় ভাবে তো পাওয়া যায়।

মার্ক টোয়েন অবশ্য সিগ্রেট ছেড়ে দেয়াকে কৌতুকের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন। তার সেই বিখ্যাত উক্তি তো অনেকেরই মনে থাকার কথা। 'আমি এপর্যন্ত প্রায় দুইশবার সিগ্রেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

সিগ্রেট ছেড়ে দেয়া নিয়ে আরেকটি মজার ঘটনা বলেছিলেন এক কার্টুনিস্ট। তিনি একদিন সস্ত্রীক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। ওয়েটিং রুমে বসে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছেন। তার পাশে আরো একজন রোগী বসে আছে। তিনি তাকে জানালেন, তার হার্টের সমস্যা আছে। তবুও তিনি চেইন স্মোকার সিগ্রেট ছাড়তে পারছেন না। কার্টুনিস্ট বললেন, 'আমারও আসক্তি ছিল। এখন নেই। আমি সব সময় পকেটে পাঁচটি বেনসন রাখি। কিন্তু ম্যাচ রাখি না। কারো কাছে ম্যাচ ও চাই না। খেতে ইচ্ছা করলে সিগ্রেটা মুখে দিয়ে খাওয়ার ভান করি।' কথা গুলো বলেই তিনি গর্ব ভরে একবার সেই ভদ্রলোক আর নিজ স্ত্রীর দিকে বিশেষ ভাবে তাকালেন। ডাক্তারের সিরিয়াল পেতে তখনও অনেক দেরী। এর মধ্যে কার্টুনিস্ট ভদ্রলোক রুমের বাইরে এসেছেন। সিগ্রেটও ধরিয়েছেন। এমন সময় সেই ভদ্রলোক রুমের বাইরে এলেন। সিগ্রেট ধরালেন। কিন্তু কার্টুনিস্টকে সিগ্রেট খেতে দেখে তিনি যারপর নাই অবাক হলেন। ভদ্রলোক ঠিকমতো টানতেও পারলেন না। তিনি খুক খুক কাশতে থাকলেন। তবে ধূমপান ত্যাগের জন্য ইচ্ছাই নাকি যথেষ্ট।

সিগ্রেট খাওয়া নিয়ে অনেক কেচ্ছা কাহিনী আছে। অনেকেরই কাহিনী গুলো জানা। এক পিচ্চি ছেলেকে সিগ্রেট টানতে দেখে এক বয়স্ক মহিলা রেগে গেলেন ' এই ছেলে লজ্জা করে না এ বয়সে সিগ্রেট টানছো? ' ছেলেটি বিন্দু মাত্র নার্ভাস না হয়ে জবাব দিল ' আপনার লজ্জা করে না পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে ? '

ধূমপান ত্যাগের উপর সেরা গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই নাকি বইটি পড়ে সিগ্রেট ছেড়ে দিতে বাধ্য হন! এই সাফল্যের কারনে একদিন এক সাংবাদিক ঐ গ্রন্থের লেখককে প্রশ্ন করেন , ' এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করার পিছনে আপনার অনুপ্রেরনা কি? ' লেখক সাহেব নির্বিকার ভাবে জানালেন ' কমপক্ষে পাঁচ কার্টুন সিগ্রেট '

এক প্রেমিকা তার প্রেমিককে খুব অভিমানহত কন্ঠে বললো, তোমার হৃদয় স্বচ্ছ নয়। তোমার হৃদয় খুড়লে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে শুধু কালো কালো দাগ।

প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমটা টেকেনি। কিছুদিন পর বুকে ব্যথা নিয়ে প্রেমিক গেলো ডাক্তারের কাছে। ডক্তার সেই প্রেমিকের বুক এক্স-রে করালেন। রিপোর্ট পাওয়া গেলো বুকের ভেতরে কিছু কালো দাগ। ডাক্তার তাকে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই সিগ্রেট খান। এই দাগ তুলে ফেলতে হলে আপনার সিগ্রেট খাওয়া ছাড়তে হবে। সেই প্রেমিক সিগ্রেট ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য দাগহীন বুক নিয়ে

সেই প্রেমিক তার প্রেমিকার সাথে যোগাযোগ করতে যেয়ে জানতে পারলো প্রেমিকার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার সময় আমার এক বন্ধু জাকির কে নামাযে অভ্যস্থ করা আর সিগ্রেট ছাড়ানোর জন্য তাবলীগ জামাতের সদস্যরা বেশ কিছুদিন চেষ্টা করেছিল। জাকির সিগ্রেট ছাড়তে পারলো না। তাবলীগ জামাতের এক সদস্য জাকির কে উপদেশ দিয়েছিল- সিগ্রেট ছেড়ে আপনি পান খাওয়া শুরু করতে পারেন। পরে সময় মতো আপনি সহজেই পান খাওয়া ছেড়ে দিতে পারবেন। জাকির অবশ্য চেষ্টা করেছিল। পরে দেখা গেলো জাকির পান আর সিগ্রেট একসাথে খাচ্ছে। রুমে সে একটি রঙিন কাগজ টানিয়ে তার উপর কালো কালি দিয়ে লিখে রেখেছিল- ' আই লাভ নন স্মোকারস্ বাট আই হেইট অ্যান্টি স্মোকারস্। '

একবার এক বাংলাদেশী, অ্যামেরিকান আর ফ্রেঞ্চ সমান অপরাধে দন্ডিত হলো। তাদের পৃথক পৃথক রুমে দশ বছর আটকে রাখা হবে। অ্যামেরিকানকে বলা হলো- তুমি কি চাও? অ্যামেরিকান বললো- আমার দু-তিনজন গার্ল ফ্রেন্ড হলেই চলবে। তাকে তাই দেয়া হলো। ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক বললেন- আমাকে শত শত ক্লাসিক উপন্যাস নাটকের বই দেয়া হোক। ভদ্রলোক তাই পেল। বাংলাদেশী চাইলো কার্টুন কার্টুন (উন্মাদ নয়!) সিগ্রেট তার ইচ্ছাও অপূর্ণ রইলো না।

দশ বছর পর তিনটি রুমের দরোজা খোলা হলো। অ্যামেরিকান ভদ্রলোক তার রুম থেকে বেরিয়ে এলেন তার গার্ল ফ্রেন্ড আর আট দশ জন আন্ডা বাচ্চা সহকারে। তিনি আফসোস করে বললেন- আমার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বাবা হতে হলো।

ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক দাড়ি গোফ সহকারে বেরুলেন। বললেন, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি লেখক হতে পারিনি। আমাকে কাগজ কলম দেয়া হয়নি।

বাংলাদেশী ভদ্রলোকের রুম খোলার চেষ্টা করা মাত্র তিনি নিজেই লাথি দিয়ে দরোজা ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর হুংকার দিয়ে বললেন- ' শালারা ম্যাচ দেস্ না ক্যান? '

ধূমপান ত্যাগ করার জন্য নাকি ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ঠ। ইচ্ছা শক্তিকে ইংরেজীতে বলা হয় উইল পাওয়ার। এই সিগ্রেট খাওয়া বাদ দেয়া আর উইল পাওয়ার বিষয়ক একটি 'খাচ্চর' কৌতুক আছে।

এক লোক যৌবনে তিনটি নেশায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রথমটি 'আইসক্রীম খাওয়া', দ্বিতীয়টি প্রতিরাতে 'লং ড্রাইভে' বের হওয়া আর তিন নম্বর নেশাটি হচ্ছে অনর্গল সিগ্রেট খাওয়া।

চল্লিশ বছর বয়সে তার এক পুরোনো প্রেমিকার সাথে দেখা। সে ঐ ভদ্রলোক কে তার বাড়িতে আমন্ত্রন জানালো। ভদ্রলোক গেলেন। তার পুরোনো প্রেমিকা খুব যত্ন করে আইসক্রীম বানিয়ে তাকে খেতে দিলো। ভদ্রলোক খেলেন না। প্রেমিকা অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো- তুমি এই নেশা কিভাবে ছাড়লে?

ভদ্রলোক বললেন- উইল পাওয়ার।

তার প্রেমিকা এবারে লেটেষ্ট মডেলের মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িটি দিখিয়ে বললো- চলো ডার্লিং 'লং ড্রাইভে' বের হই।

ভদ্রলোক গেলেন না। কিভাবে এই নেশা ছেড়েছেন তার উত্তরে বললেন- উইল পাওয়ার।

তার প্রেমিকা খানিক অভিমান করে এবার সিগ্রেট ধরালো। ভদ্রলোককে অফার করা মাত্র ভদ্রলোক বললেন- ছেড়ে দিয়েছি।

কিভাবে সম্ভব? পুরোনো প্রেমিকার এই প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক একই কথা বললেন- ঐ তো, উইল পাওয়ার।

রাত বাড়লো। ভদ্রলোককে আহবান জানালো তার প্রেমিকা। মোহনীয় আহবান। কিন্তু ভদ্রলোক রাজি হলেন না। প্রেমিকার অবাক হওয়া মুখটা খেয়াল করে ভদ্রলোক এবার নিজেই বললেন- এটা অবশ্য উইল পাওয়ার নয় একেবারেই পাওয়ার ফেইলর।

পৃথিবীতে ধুমপায়ীদের সংখ্যা প্রচুর। আগে সিগ্রেটের বিজ্ঞাপন টিভি রেডিওতে প্রচারিত হতো। বিভিন্ন খেলা ধূলা, অনুষ্ঠানে সিগ্রেট কোম্পানীরা স্পন্সর করতো। এখন সেগুলো বন্ধ হয়েছে। ধূমপান বিরোধী ব্যাপক প্রচারনা চলছে। কিন্তু পৃথিবীর অনেক মানুষকেই এই আত্মঘাতি নেশা থেকে ফেরানো যায় নি। সে কারণে এই লেখার একটি সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ- ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আর এই লেখা অধূমপায়ী পাঠকদের জন্য নেশা উদ্রেককর।

ডিশ কালচারের কারনেই কিনা কে জানে আজকালকার মেয়েরা ক্রমেই সার্ট-প্যান্টে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আর সে কারনেই ওড়না উঠে যাচ্ছে আমাদের সমাজ থেকে ক্রমে ক্রমেই। ফলে এই যে হাজার হাজার বেকার ওড়না এদের কি হবে? তাই নিয়ে এই ফিচার...

ওড়নার ব্যবহার

শিল্পীঃ মেহেদী ০ লেখাঃ সৈয়দ সাইদ

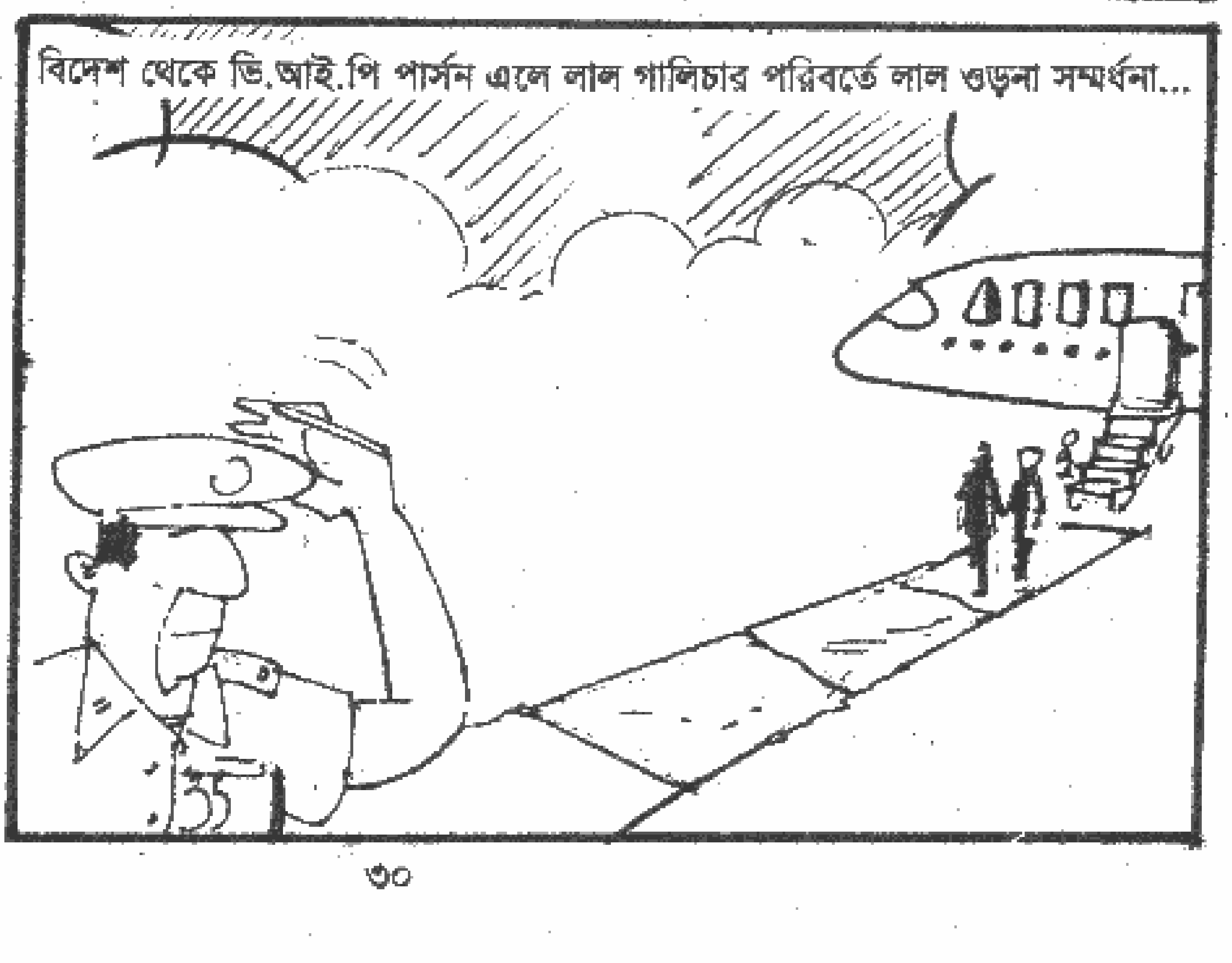

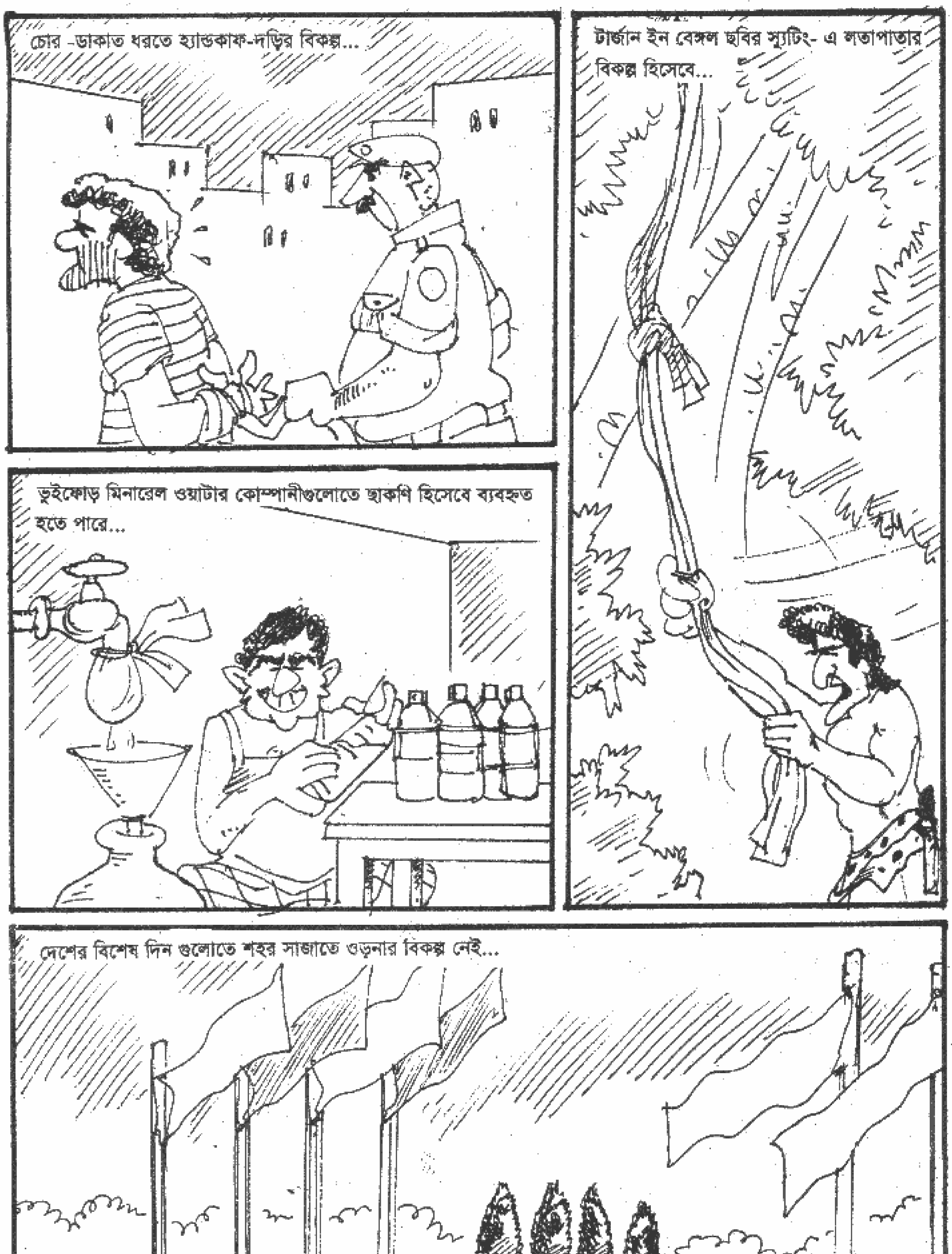
চোর -ডাকাত ধরতে হ্যান্ডকাফ-দড়ির বিকল্প...
টার্জান ইন বেঙ্গল ছবির স্যুটিং- এ লতাপাতার বিকল্প হিসেবে...
ভুইফোড় মিনারেল ওয়াটার কোম্পানীগুলোতে ছাকণি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে...
দেশের বিশেষ দিন গুলোতে শহর সাজাতে ওড়নার বিকল্প নেই...

উন্মাদ দৃষ্টিতে নানান রং

শিল্পীঃ বিনয় বিশ্বাস

তুমি কি ভুলে গেছ আজ আমাদের ১০তম বিয়ে বার্ষিকী ? তা কি করবে কিছু ঠিক করেছ?
কি ব্যাপার পাঁচ মিনিট ধরে চুপ করে দাড়িয়ে আছ কথা বলছো না যে?
না মানে ১০ম বিয়ে বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পাঁচ মিনিট নিরবতা পালন করলাম...
হুমম সিগারেট খেয়ে ফুসফুসের যে অবস্থা করেছেন এক কাজ করুন মাছের ব্যবসায় নামুন...
মানে ?
মানে আপনার ফুসফুসে যে কয়েক লাখ ফুটো দেখলাম মাছ ধরা ছাড়া ওটা আর কোন কাজেই লাগবে না...
দাদা আমাদের স্কুলে দুস্থ্যদের সাহায্যার্থে বাড়ির অপ্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে যেতে বলেছে
আমাদের বাসায় অপ্রয়োজনীয় জিনিষ কোথায়? স্কুলে বলে দে,নেই...
তাহলে দাদা তুমিই চল না আমার সঙ্গে একটু স্কুলে

নাও এ তেলটা ব্যাবহার কর তাহলে চুল ওঠা বন্ধ হবে...
সেকি আমার মাথায় চুল কোথায় যে চুল উঠবে?
না আমি তোমার বান্ধবীর কথা বলছিলাম
কিরে পরিক্ষা দিয়ে ঘরে বসে আছিস যে? ঢাকায় আজকাল কতরকম কোচিং হচ্ছে কোন একটা কোচিং-এ ভর্ত্তি হলেওতো পারিস
হয়েছিতো...
কোন কোচিং?
কোন কোচিং-এ ভর্ত্তি হব তার উপর একটা কোচিং করছি...
একি তোর এ অবস্থা?
ও মাথায় মুখে এসব দাগ দেখে বলছিস?... আর বলিসনা কালু মাস্তানের সঙ্গে মারামারি লেগেছিলাম... দিয়েছি শালাকে ৫/৬টা ঘুষি...
তা ও কটা দিয়েছে তোকে?
আটটা পর্যন্ত গুনেছি তারপর আর খেয়াল নেই...